



এক্সিম ব্যাংক
পরিচয়
এপ্রিল ২০১৪



এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

এপ্রিল ২০১৪

সম্পাদকীয়

‘একতাই বল’। বহু পুরানো চর্চিত এই শব্দযুগল যুগে যুগে, কালে কালে সত্যি হয়ে এসেছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যে কাজ এককভাবে সম্ভব নয়, সেই কাজটিই দলবদ্ধভাবে করা সম্ভব খুব সহজে, অনায়াসেই। দলগত শক্তির এই প্রকাশ আবারো দেখাল এক্সিম ব্যাংক। ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য এবং ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে বাংলাদেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম মানবনির্মিত কর্পোরেট লোগো প্রদর্শন করে রেকর্ড গড়ল। এই লোগো প্রদর্শন শুধুমাত্র লোগো প্রদর্শনই ছিল না; বরং এটা ছিল ব্যাংকের প্রতি সবার আনুগত্য, একাত্মতা আর ভালবাসার স্বতস্কৃত প্রকাশ।

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় পর্যায়ে দেশের প্রতি ভালবাসার যে অনন্য নজীর স্থাপন করেছে এ দেশের আপামর জনতা, তার পেছনেও রয়েছে সেই ঐক্যবদ্ধতা। একই সাথে দলগতভাবে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত আমাদের একতার কথাই জানিয়ে দেয়। এই ‘একতার বল’ জাতি হিসেবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর। স্বাধীনতার মাসে ঐতিহাসিক এই আয়োজনের অংশীদার হতে পেরে এক্সিম ব্যাংক পরিবার অত্যন্ত গর্বিত।

পরিক্রমার এই সংখ্যা পাঠকের হাতে পৌঁছতে পৌঁছতে এসে যাবে বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ। বৈশাখের আহ্বানে এবং কবিগুরুর ভাষায় পুরোনো ও মূর্মূর্ষকে উড়ায়ে দিয়ে নতুন রঙিন দিন আসুক সবার জীবনে। সেই কামনায় সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

শুভ নববর্ষ ১৪২১।

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি: ড. মোহাম্মদ হামদার আলী মিয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
সম্পাদক: সঞ্জীব চ্যাটার্জী, এগিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান, কর্পোরেট এ্যাক্‌সেস এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন
সম্পাদনা সহযোগী: আশরাফুল ইসলাম, অফিসার, কর্পোরেট এ্যাক্‌সেস এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন
এক্সিম ব্যাংক এর কর্পোরেট এ্যাক্‌সেস এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক খবরপত্র

আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি-২০ এবং লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীত আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করল এক্সিম ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংক
পরিধিমা
এপ্রিল ২০১৪



বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি-২০ টুর্নামেন্ট এবং তরুণ প্রজন্মের মাঝে জাতীয় সংগীতের চেতনা ছড়িয়ে দিতে মহান স্বাধীনতা দিবসে “লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা” আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করল এক্সিম ব্যাংক। এ উপলক্ষে গত ১৪ মার্চ ২০১৪ গণভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে পৃষ্ঠপোষকতার ২ কোটি টাকার চেক তুলে দেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার।

বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকে ৬ষ্ঠ বছরের মত আর্থিক সহায়তা দিল এক্সিম ব্যাংক



২০০৯ সালে সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের মধ্য থেকে ৮টি পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে এক্সিম ব্যাংক। এ বছরও এক্সিম ব্যাংক পরিবার প্রতি বার্ষিক এককালীন ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে পরিবারগুলোর কাছে চেক হস্তান্তর করেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক অঞ্জন কুমার সাহা ও এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মহাসচিব এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল।

এশিয়ার সর্ববৃহৎ মানবনির্মিত কর্পোরেট লোগো প্রদর্শনে রেকর্ড গড়ল এক্সিম ব্যাংক



বাংলাদেশ তথা এশিয়ার সর্ববৃহৎ মানবনির্মিত কর্পোরেট লোগো প্রদর্শনের অনন্য কৃতিত্ব দেখাল এক্সিপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের নির্বাহী ও অফিসারবৃন্দের গেট টুগেদার ও বার্ষিক পিকনিক উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল এই লোগো প্রদর্শন। ব্যাংকের সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় লাল সবুজে মিশ্রিত এক্সিম ব্যাংকের লোগো প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রতি তাদের একাত্মতা প্রকাশ করে। লোগো প্রদর্শনের পর্বটি এটিএন বাংলা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। পরবর্তিতে দেশের প্রায় সকল গণমাধ্যমে এই লোগো প্রদর্শনের সংবাদ প্রচারিত হলে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে হাজার বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘোষণা করেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মাদ হায়দার আলী মিয়া।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল দৌড়, রশি টানাটানি, মিউজিক্যাল চেয়ার, যেমন খুশী তেমন সাজো, ফুটবল ম্যাচ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এ সময় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল শাখা ব্যবস্থাপকদের মাঝে পদক বিতরণ করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। এছাড়া তিনি এক্সিম ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের পারিবারিক সদস্যদের উচ্চ শিক্ষা ও বয়জ্যেষ্ঠদের চিকিৎসার্থে কর্জ-এ হাসানাহ সুবিধাসহ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও ঘোষণা করেন।



হাতে হাত ধরে ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ ব্যাংকের প্রতি আনুগত্য ও একাত্মতা প্রকাশ করেন

এক্সিম ব্যাংকের গেট টুগেদার অব বিজনেস পার্টনার্স ২০১৪ অনুষ্ঠিত



গ্রাহকের সাথে নিবিড় বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে ঢাকার হোটেল র্যাডিসনে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এক্সিম ব্যাংকের গেট টুগেদার অব বিজনেস পার্টনার্স ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এক্সিম ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীসহ এক্সিম ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ এবং ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার সম্মানিত গ্রাহকগণের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংক সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করেন এফবিসিসিআই এর সভাপতি কাজী আকরাম উদদীন আহমেদ, পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফী মিজানুর রহমান, রেডিও টুডে'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল হক, মাসকো গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ সবুর, বিএসবি ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশারসহ অন্যান্য গ্রাহকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, আমরা গ্রাহকদেরকে আমাদের ব্যবসার অংশীদার হিসেবেই গণ্য করে থাকি। তাঁরাও আমাদের আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গী হয়েই সবসময় আমাদেরকে সুপারামর্শ দিয়ে থাকেন। তাঁদের সহযোগিতার ফলেই আজ আমরা এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। ব্যাংকের সাথে সম্মানিত গ্রাহকদের এই সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের আদানি ও রপ্তানি খাতে সর্বোচ্চ অবদান রাখায় এ কে এইচ গ্রুপ, মাসকো গ্রুপ, এসরোটেক্স গ্রুপ, সিটি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, মেঘনা গ্রুপ এবং বাদশা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজকে এক্সিম ব্যাংক স্বর্ণ পদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

এক্সিম ব্যাংকের বাৎসরিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত



২০১৩ সালে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক ফলাফল বিশ্লেষণ এবং নতুন বছরে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে “বাৎসরিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন ২০১৪” গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ ঢাকার র্যাডিসন হোটেল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলনে এক্সিম ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকগণসহ প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীবৃন্দ এবং আঞ্চলিক প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, মেজর অব. খন্দকার নুরুল আফসার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল অব. সিরাজুল ইসলাম বীরপ্রতিক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন, স্বতন্ত্র পরিচালক অধ্যাপক মোঃ সিকান্দার খান এবং ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদসহ উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার গত বছরে সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানান। একই সাথে তিনি শাখা ব্যবস্থাপকদের নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া তাঁর বক্তব্যে গত বছরের ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি সকল ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নতুন বছরে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সম্মেলনে এক্সিম ব্যাংকের শহীয়াহ ম্যানুয়াল এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

চট্টগ্রামে এক্সিম ব্যাংকের মেজবান অনুষ্ঠিত



এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকবৃন্দের সম্মানে দি কিং অব চিটাগাং-এ গত ১৭ মার্চ, ২০১৪ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করা হয়। মেজবানে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, মোঃ হাবিব উল্লাহ ডন, মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, অঞ্জন কুমার সাহা, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া, মেজর অব. খন্দকার নুরুল আফসার, আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার

আলী মিয়া, বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক ও এক্সিম ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ এবং ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার সম্মানিত গ্রাহকগণ, শিক্ষাবিদ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। গ্রাহকগণ এক্সিম ব্যাংকের সেবার প্রতি তাদের পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শহীদ কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নুরুল ইসলামের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান



২০০৯ সালে ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিডিআরের শহীদ কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নুরুল ইসলামের পরিবারকেও বাৎসরিক ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে এক্সিম ব্যাংক। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিডিআর সদরদপ্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমাদ এর মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা

পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া শহীদের পুত্র আশরাফুল আলম এর হাতে এ বছরের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন।

এক্সিম ব্যাংকের এনআরবি এওয়ার্ড অর্জন



রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হানা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ এবং সেন্টার ফর এনআরবি'র প্রেসিডেন্ট শেকিল চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন

বহির্বিদেশে বাংলাদেশকে ব্রান্ডিং করার উদ্যোগে সহায়তা করায় এক্সিম ব্যাংক-কে এওয়ার্ড প্রদান করেছে সেন্টার ফর এনআরবি। গত ৪ মার্চ ২০১৪ সংগঠনটির উদ্যোগে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিও মজিনার হাত থেকে ব্যাংকের পক্ষে এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের

নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক



ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়াসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আয়োজক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাইকা, কেয়ার, এবিবি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী ২০১৪ তে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক। গত ১৩ মার্চ ২০১৪ রূপসী বাংলা হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে প্রধান অতিথি হিসেবে এই মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এসময় এক্সিম ব্যাংকের

সম্মেলনে এক্সিম ব্যাংকের স্টলে ব্যাংকের মাওনা শাখার বিনিয়োগগ্রহীতা নারী উদ্যোক্তা মাহমুদা পারভীন এর সুতোয় বোনা হস্তশিল্প এবং পাল্পপথ শাখার বিনিয়োগগ্রহীতা নারী উদ্যোক্তা রাবেয়া আক্তার এর টিকোটেক্স এর পণ্য প্রদর্শন করে।

নতুন ঠিকানায় এক্সিম ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন



এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নাসরিন ইসলাম, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেকটর অধ্যাপক মোঃ সিকান্দার খান এবং ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদদীন আহমাদ।

গ্রাহকবৃন্দকে আরও উন্নত, আধুনিক ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন ঠিকানায় (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, ১০২ ও ১০৩ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম) গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এক্সিম ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ঠিকানায় এই শাখার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, এক্সিম ব্যাংক সব সময়ই তার গ্রাহকদের প্রয়োজনকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং তাদের পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। গ্রাহককে সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতেই আমাদের আত্মবাদ শাখা এখন আরো বৃহৎ পরিসরে নিয়ে আসা হয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এক্সিম ব্যাংকের দৃঢ় আর্থিক অবস্থান তুলে ধরেন এবং এক্সিম ব্যাংকের সাথে আরো নিবিড়ভাবে ব্যাংকিং করার জন্য স্থানীয় জনগণকে আহ্বান জানান।

নতুন ঠিকানায় এক্সিম ব্যাংকের বোর্ডবাজার শাখার শুভ উদ্বোধন



গ্রাহকবৃন্দকে আরও উন্নত, আধুনিক ও সমন্বয়যোগ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংকের বোর্ডবাজার শাখা নতুন ঠিকানায় বৃহৎ পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। গত ৮ মার্চ ২০১৪ বোর্ডবাজারের হাজী ফজলুল হক প্লাজায় স্থানান্তরিত বোর্ডবাজার শাখার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সিরাজুল ইসলাম, সিরাজুল হক মিয়া ও খন্দকার রুমী এহসানুল হকসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বলেন, এক্সিম ব্যাংক সব সময়ই তার গ্রাহকদের প্রয়োজনকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং তাদের পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তিনি এক্সিম ব্যাংকের সাথে আরো নিবিড়ভাবে ব্যাংকিং করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। শাখা উদ্বোধনের পর শাখাসংলগ্ন এটিএম বুথও উদ্বোধন করা হয়।

গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া



জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকোসক (ECOSOC) এর বিশেষ পরামর্শক এনজিও “গ্লোবাল ইকোনোমিস্ট ফোরাম” এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ ঢাকার ডেইলি স্টার ভবনের এস এ মাহমুদ মিলনায়তনে সংগঠনটির দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তিনি আগামী ২ বছর এই দায়িত্ব পালন করবেন।

নব নির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দারিদ্র বিমোচন, নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এই ফোরাম কাজ করে যাবে।

এক্সিম ব্যাংকের আশুগঞ্জ শাখার গেট টুগেদার অব বিজনেস পার্টনার্স অনুষ্ঠিত



গ্রাহকের সাথে নিবিড় বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে এক্সিম ব্যাংক আশুগঞ্জ শাখার গ্রাহকগণের সম্মানে গত ২২ মার্চ ২০১৪ এক্সিম ব্যাংকের আশুগঞ্জ শাখায় গেট টুগেদার অব বিজনেস পার্টনার্স অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপদেষ্টা, উপ-

ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দসহ সম্মানিত শুভানুধ্যায়ী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বলেন, এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকবান্ধব ব্যাংক। গ্রাহকগই আমাদের ব্যবসার অংশীদার। ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সুসম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল দলের খেলোয়াড়দের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করল এক্সিম ব্যাংক



দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ভারতের উত্তর প্রদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় দক্ষিণ এশিয়ান পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে এক্সিম ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ হ্যান্ডবল দলের অংশগ্রহণ উপলক্ষে গত ১৬ মার্চ ২০১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল দলের শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাপতি এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল, এক্সিম ব্যাংক কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রাডিং ডিভিশনের প্রধান সঞ্জীব চ্যাটার্জী, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর, জাতীয় হ্যান্ডবল দলের ম্যানেজার এস এম খালেদুজ্জামানসহ এক্সিম ব্যাংক ও হ্যান্ডবল ফেডারেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

রংপুর ও চট্টগ্রামে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক



স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স, রংপুর



স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে চট্টগ্রাম ও রংপুরে অনুষ্ঠিত স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স ২০১৪-তে অংশগ্রহণ করল এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর আখ্ৰাবাদ ও রংপুর শাখা। আর্থিক সেবাত্তিক্বে বৃহত্তর পরিমন্ডলে প্রসারিত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ও রংপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অংশগ্রহণে গত ৮ মার্চ ২০১৪ এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় এবং গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর কার্যালয়ে।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং রংপুরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুল্লাহী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন করল এক্সিম ব্যাংক



পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুল্লাহী উপলক্ষে সৌন্দর্যবর্ধন



একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সৌন্দর্যবর্ধন

১৪ জানুয়ারি ২০১৪ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুল্লাহী এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ভাষা শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন করল এক্সিম ব্যাংক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাংক এই দুই দিন ঢাকার বাংলামটর থেকে হোটেল রূপসী বাংলা মোড় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপ ও সংলগ্ন ফুটপাথের সৌন্দর্যবর্ধনকল্পে বিভিন্ন ফেস্টুন, ও ড্যাংলার স্থাপন করে। উল্লেখ্য, বিগত ২০০৪ সাল থেকে এক্সিম ব্যাংক এই এলাকার সৌন্দর্যবর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।

এক্সিম ব্যাংকে “গো-এএমএল ওয়েব এপ্লিকেশন ফর সিটিআর এন্ড এসটিআর” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত



এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের ট্রেইনি অফিসার থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল পর্যায়ের ৪০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে গত ১ ফেব্রুয়ারি এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গো-এএমএল ওয়েব এপ্লিকেশন ফর সিটিআর এন্ড এসটিআর” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইম্পটেন্স অব গো-এএমএল ওয়েব এপ্লিকেশন ফর সিটিআর এন্ড এসটিআর, এন্টি মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফিন্যান্সিং: পলিসিজ, গাইডলাইনস এন্ড রিসেন্ট আপডেট ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এক্সিম ব্যাংকে “লিগ্যাল আসপেক্ট অব ডকুমেন্টেশন এন্ড এসআরপি” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত



এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার রিলেশানশিপ ম্যানেজার ও অপারেশন ম্যানেজারদের অংশগ্রহণে এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে “লিগ্যাল আসপেক্ট অব ডকুমেন্টেশন এন্ড এসআরপি” শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ওভারভিউ অন প্রসেসিং অব ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল এন্ড ডকুমেন্টেশন, আইটি সিকিউরিটি, শরিয়াহ কমপ্লায়েন্স, রিভাইজড প্রসেস ফর এসআরপি-এসআরইপি ডায়ালগ অন আইসিসিএপি, ব্যাংক গ্যারান্টি, রিকভারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক মিয়াসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

এক্সিম ব্যাংকে “এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ইনভেস্টমেন্ট” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা ও ফিল্ড এসোসিয়েটদের অংশগ্রহণে এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গত ১৫ মার্চ ২০১৪ “এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ইনভেস্টমেন্ট” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। একাডেমির প্রিন্সিপাল মোঃ ফখরুল ইসলাম

এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এগ্রিকালচার এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এন্ড পলিসি গাইডলাইন, টেকনিকস ফর সিলেকশন অব ক্লায়েন্টস এন্ড এসেসমেন্ট প্রোসিডিউর, পোস্ট স্যাংশান এন্ড ইন্সিডিউজ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা খন্দকার রুমী এহসানুল হকসহ প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ শাখায় এসএমই ঋণ নীতিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত



এক্সিম ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখায় গত ১২ মার্চ ২০১৪ এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখার নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম গাজী সাইফুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন এক্সিম ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখার এডিপি ও রিলেশনশীপ ম্যানেজার একেএম সাইফুল্লাহ। সভায়

ময়মনসিংহের সকল বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Shirkat (Partnership Financing) Modes and their Application in Islamic Micro-finance



Dr. Mohammed Haider Ali Miah

B. Sc (Hon's), M. Sc, MBA, Ph. D, USA
DAIBB, PGD in IIBI, London

Managing Director & CEO
EXIM Bank

In Arabic, Shirkat or Sharikat or Shirk means partnership or sharing. The term Shirkat, however, is extended to contracts, although there is no actual conjunction of estates, because a contract is the cause of such conjunction. In the language of the law it signifies the union of two or more persons in one concern. It is the partnership between two or more persons or institutions.

An Islamic finance term that describes a partnership between two or more individuals. The parties involved combine a portion of their capital or labor in order to share in the profits and losses of the business.

In Islamic Fiqh literature, Shirkat, in its primitive sense, signifies the conjunction of two or more estates, in such a manner, that one of them is not distinguishable from the other.

Types of Shirkat:

1. Shirkat-ul-Milk (Co-ownership or Joint ownership)
2. Shirkat-ul-Aaqd (Contractual Partnership)

Shirkat-ul-Milk (Joint ownership)

1. Joint ownership of two or more persons in a particular property/asset without any business intention. This

comes into being as a result of joint purchase, joint acceptance of gift or a bequest and inheritance of joint property etc.

Types of Shirkat-ul-Milk:

1. Shirkat-ul-Milk Optional (Ikhtiyari): This comes into operation through the act of parties e.g., purchase of asset with mutual consent.
2. Shirkat-ul-Milk Compulsory (Ghair Ikhtiyari): This comes into operation without any action on the part of parties e.g., ownership of heirs on the inherited property.

Shirkat-ul-Aqd (Joint venture/partnership)

Shirkat-ul-Aqd or Contract Partnership is an agreement between two or more parties to combine their assets or to merge their services or obligations and liabilities with the aim of making profit. It can also be referred to as a joint commercial enterprise or activity

Difference between Shirkat-ul-Aqd and Shirkat-ul-Milk

In Shirkat ul Aqd both parties create partnership for sharing profit earned by Shirkah asset, while in Shirkat ul milk both partners do not intend to earn profit from Shirkah asset. In Shirkat ul Aqd, each partner is an agent of others while in Shirkat ul Milk each partner is stranger with respect to other's share.

Kinds of Shirkat-ul-Aqd

- a. Shirkat-ul-Amwal (Investment/Capital Partnership)
- b. Shirkat-ul-Aamal (Work Partnership)
- c. Shirkat-ul-Wujooh (Credit Partnership)

a) Shirkat-ul-Amwal

Where all the partners invest some capital into a commercial enterprise and share its profits according to agreement. It is an agreement between two or more persons to invest a sum of money in a business and share its profits according to agreement. The investment of this partnership consists of capital contributed by the partners.

b) Shirkat-ul-Aamal

Where all the partners jointly undertake to render some services for their customers, and the fee charged from them is distributed among them according to an agreed ratio. For example, if two persons agree to undertake tailoring services for their customers on the condition that the wages so earned will go to a joint pool which shall be distributed between them

c) Shirkat-ul-Wujooh

Where the partners have no investment at all, they purchase commodities on deferred price by their goodwill and sell them on spot. Their capital is their credit worthiness and reputation.

All the three are further divided in to two types:

1. Shirkat-ul-Mufawadah
2. Shirkat-ul-Inan

1. Subdivision of Shirkat-ul-Aqd

- a) Shirkat-ul-Mufawadah: Where capital, profit, loss and management are equal among the partners.
- b) Shirkat-ul-Inan : Partners' share capital, management, profit and risk are not equal and may differ for each partner. This is common type of partnership.

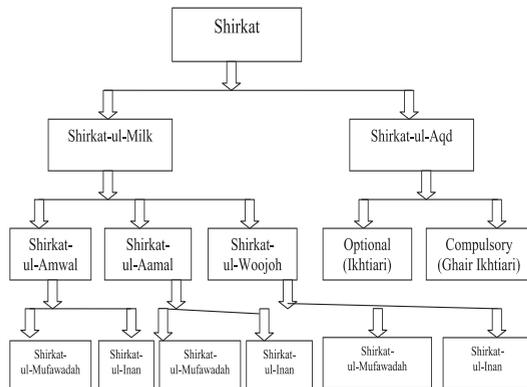


Fig: Classification of Shirkat

Features of Shirkat:

- Bank and client jointly supply capital equally/unequally.
- Profit is divided as per agreement.
- Actual loss is divided as per equity.
- The Bank is not guaranteed a fixed return on its participation.
- Customer will maintain all accounts; Bank or its agent may verify or audit it.

Rules of Shirkat-ul-Milk :

- Each partner is a stranger with respect to the share of the others.
- The partners are not allowed to undertake any act of disposal with respect to the other's share except with the latter's permission.
- Each partner can sell his own share without the other partners' consent, except in cases where share of one partner cannot be distinguished from the other.
- Profit & loss will be according the ratio of ownership.
- Expenses related to ownership will be borne by all partners according to the ratio of ownership. Every partner has the right to sale/gift/lease to the extent of his share.
- One partner can promise to purchase the share of other partner at any price, may be at face value, market value or pre-agreed price.

Guarantees in Shirkah Contracts

- All partners in Shirkah maintain the assets of the partnership as a trust.
- No one is liable except in cases of breach of the contract, misconduct or proven negligence. -

Negligence will be considered to have occurred in any of the following three cases:

- (i) A partner does not abide by the terms and conditions of the contract;
- (ii) A partner works against the norms of the concerned business; and
- (iii) The established ill-intention of a partner.

- The profit or even capital of any partners cannot be guaranteed by the co-partners.
- One partner can demand from another partner to provide any surety, security or pledge to cover the case of misconduct and negligence.

Rules & Conditions of Shirkat-ul-Aqd: The three common conditions are as follows:

a) The existence of Muta'aqideen (Partners):

b) Capability of Partners: Must be sane & mature and be able of entering into a contract. The contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation.

c) The presence of the commodity: This means the price and commodity itself. Special conditions are also three which are as follows:

The commodity should be capable of an Agency: The object in the contract must qualify as a commodity having value and not as a free good which is accessible to all. For example grass or wood cannot be made the subject matter. As each partner is responsible for managing the project, therefore he will directly influence the overall profitability of the business. As a result, each member in Shirkat-ul-Aqd should duly qualify as legally being eligible of becoming an agent and of carrying on business e.g. 'A' has written a book and owns it, 'B' cannot sell it unless 'A' appoints 'B' as his agent.

The rate of profit sharing should be determined: The share of each partner in the profit earned should be identified at the time of the contract. If however, the ratio is not determined before hand the contract becomes void (Fasid). Therefore identifying the profit share is necessary.

Profit & Loss Sharing: All partners will share in profit as well as loss. By placing the burden of loss solely on one or a few partners makes the partnership invalid. A condition for Shirkat-ul-Aqd is that the partners will jointly share the profit. However, defining an absolute value is not permissible, therefore only a percentage of the total return is allowed.

It should be known, ascertained and available at the time of contract. The value should be agreed upon in case of kinds; capital paid in different currencies should be valued into the currency of Shirkah; capital of partnership is Amanat in the hands of

partners. If loss occurred due to negligence, the partner responsible for loss will compensate the loss.

Applications of Shirkat in Islamic micro-finance

Microfinance has emerged as an important instrument to help a large number of "Unbankable" members of society, as a tool to help reduce poverty and encourage economic growth in neglected parts of the world.

It is evaluated from research that Islamic financial system provides the best solutions for Poverty alleviation and Social sustainability, it is not only providing opportunity to utilize a sustainable system but also offers good rate of return & ideal performance compare to conventional microfinance system.

Islamic Microfinance is a sub-set of Islamic Economic & Financial System. The demand for Shariah complaints financial products and services related to Shirkat, is increasing with the rapid progress of Islamic finance industry. It is widely accepted that micro finance is the most effective tool for alleviation of poverty and uplift the living standards of poor through real economic activities in society. The application of Shirkat as follows in this regard.

Hire Purchase under Shirkatul Milk (HPSM)

In the mode of Shirkatul Milk Bank may supply implements/equipment/goods on rental basis. The ownership of the implements/ equipment/ goods will be with the Bank and the customer jointly and the portion of the customer will remain to the Bank as mortgage until the closure of the investment account, but the customer will be authorized to possess the equipment for certain period. The customer, after completion of the installments, will be the owner of the implements/ equipment/goods.

Hire Purchase under Shirkatul Milk is a Special type of contract which has been developed through practice. Actually, it is a synthesis of three contracts:

- **Shirkat**
- **Ijarah**
- **Sale**

These may be defined as follows:

Shirkat

Shirkat means partnership. Shirkatul Milk means share in ownership. When two or more persons supply equity, purchase an asset, own the same jointly, and share the benefit as per agreement and bear the loss in proportion to their respective equity, the contract is called Shirkatul Milk contract.

Ijarah The term Ijarah has been derived from the Arabic works (Air) and (Ujrat) which means consideration, return, wages or rent. This is really the exchange value or consideration, return, wages, rent of service of an asset. Ijarah has been defined as a contract between two parties, the Hire and Hirer where the Hirer enjoys or reaps a specific service or

benefit against a specified consideration or rent from the asset owned by the Hire. It is a hire agreement under which a certain asset is hired out by the Hire to a Hirer against fixed rent or rentals for a specified period.

Related Terminologies or Elements of Ijarah

- According to the majority of Fuqaha, there are three general and six detailed elements of Ijarah.
 1. **The wording:** This includes offer and acceptance.
 2. **Contracting parties:** This includes a Hire, the owner of the property, and a Hirer, the party that benefits from the use of the property.
 3. **Subject matter of the contract:** This includes the rent and the benefit.
- The Hire (Muajjir)- The individual or organization hires/rents out the property of service is called the Hire (muajjir).
- The Hirer (Mustajir)- The individual or organization hires/takes the hire of the property or service against the consideration rent / wages / remuneration is called the Hirer (mustajir).
- The benefit / asset (Maajur) - The benefit which is hired / rented out is called the benefit (maajur).

The Rent (Aj'r or Ujrat) - The consideration either in monetary terms or in kinds fixing quantity of goods / money to be paid against the benefit of the asset or service of the asset is called the rent or ujrat or aj'r.

Sale

This is a sale contract between a buyer and a seller under which the ownership of certain goods or asset is transferred by seller to the buyer against agreed upon price paid / to be paid by the buyer.

Thus, in Hire Purchase under Shirkatul Milk mode both the Bank and the Customer supply equity in equal or unequal proportion for purchase of an asset like land, building, machinery, transports etc. Purchase the asset with that equity money, own the same jointly, share the benefit as per agreement and bear the loss in proportion to their respective equity. The share, part or portion of the asset owned by the Bank is hired out to the Customer partner for a fixed rent per unit of time for a fixed period. Lastly the Bank sells and transfers the ownership of it's share / part / portion to the Customer against payment of price fixed for that part either gradually part by part or in lump sum within the hire period or after the expiry of the hire agreement.

Stages of Hire Purchase Under Shirkatul Milk

Thus Hire Purchase under Shirkatul Milk Agreement has got three stages:

1. Purchase under joint ownership.
2. Hire and
3. Sale and /or transfer of ownership to the other partner Hirer.

Types of sale contract in hire purchase under shirkatul milk

As per procedure of transfer of ownership and legal title of the part owned by the Bank is transferred to the other partner, the sale contract may be of various forms, some of the major forms are mentioned below:

HPSM through gradually transfer (sale) of legal title/ownership of the hired asset/property.

In this process certain 'asset/property' is purchased with equal or unequal equity participation and owned jointly by the two parties – the Bank and the Customer. The Bank's share / portion of the asset is hired out to the Customer partner against fixed rent/rentals per unit of time for a fixed period with a promise that the Hire Bank will sell or transfer the ownership of its portion to the Customer Hirer gradually part by part in proportion to the consideration paid. So that the Hirer may acquire the full title of the Hire's portion of the asset on payment of the total price at the end of the hire period.

Under this system the total price of the hired property / asset should be determined and divided over the period of hire contract (per unit of time) so that the Hirer in addition to the payment of fixed rent / rentals may pay gradually the proportionate consideration of the total price of the hired property or asset to acquire proportionate ownership of the same part by part and become full owner of the hired asset at the end of the hire period.

It should be noted that there should be a separate sale contract for payment / acquisition of each share (per unit of time as per hire deal) / part of asset sold to the Hirer and the amount of rent should be decreased proportionately with decrease of Hire's ownership and increase of Hirer's ownership on the property/asset.

If, for any reason, the hire contract is revoked prior to the payment / transfer of full title to the Hirer, the Hirer will share that part of the title to the hired property which has been transferred to him against payment made by him and the remaining part will be shared by the Hire Bank. If any loss arises to the Bank after the sale of Bank's share to the property / asset that shall be recouped from the Customer / Customer's security.

In our Bank, we shall be following this type of Sale Contract in Hire Purchase under Shirkatul Milk.

HPSM through Transfer of legal title by gifts for no consideration

Under this type the portion of asset owned by the Hire partner is hired out to the Hirer partner with a prior promise that the Hire, upon settlement of all

the rent / rentals / instalments by the Hirer, will transfer his ownership / title to the property to the Hirer through gift without any further consideration.

After the expiry of the hire period and payment of all the rent / rentals / instalments, the title of property may be transferred by a separate gift deed executed by the Hire or, the title may be transferred by issuing a gift deed by the Hire making it conditional on the settlement of all rental instalments. In the later case, the legal title is automatically transferred as soon as the hire period expires and the fixed rent instalments for rent are settled. The working of the agreement would be: If the agreed upon rental instalments are settled within the agreed upon period, ownership of the asset will be transferred to the Hirer as gift.

Under this mode the rentals fixed and agreed upon will be sufficient not only to amortize the capital outlay but also to yield an adequate amount of profit for the Hire. However, the rent / rentals agreed upon shall not be considered as price or part of price of the asset and the full ownership of the asset shall lie with the Hire till final settlement of the rent / rental installments.

HPSM through transfer of legal title (sale) at the end of hire period for a token consideration.

In this contract the possession of the asset owned by the Hire is hired out to the hire for a fixed period against fixed rent / rentals and at the end of the hire period the title to the asset is transferred to the Hirer by a separate sale contract on payment of agreed upon token consideration. The consideration may be equal to the value of the asset or not and it would be sufficient if a mutual agreement is reached on the consideration.

HPSM through transfer of legal title (sale) at the end of Hire period for payment of a specified amount to the hire by the hirer

This agreement includes an ijarah / hire contract and a sale contract. Under this agreement a specific asset is hired out for a fixed period against specific rent mentioning a specific consideration to be paid by the Hirer (buyer) after the expiry of the hire period and upon payment of the agreed upon consideration. The hired asset becomes sold and its title transferred to the Hirer (the buyer). Under the agreement, the hire contract becomes effective firstly and the sale contract will be effective only after the expiry of the hire contract.

HPSM through transfer of legal title (sale) period to the end of the hire term for a price that is equivalent to the remaining Ijarah/rental instruction.

This is an ijarah/hire agreement which includes a promise made by the Hire that he will transfer the title of the hired property to the Hirer at any time during the hire period on payment of the remaining ijarah / rental instalments, if the Hirer wishes so. Under this system first, the ijarah/hire contract becomes effective and remains so until the legal title is transferred to the Hirer. As soon as the title to the

asset is transferred to the Hirer the ijarah/hire contract lapses for the remaining period, because both the benefit and the hired property become the Hirer's property. This type of sale should be executed by a separate sale contract at the time of sale.

Important features

In case of Hire Purchase under Shirkatul Milk transaction the asset / property involved is jointly purchased by the Hire (Bank) and the Hirer (Customer) with specified equity participation under a Shirkatul Milk Contract in which the amount of equity and share in ownership of the asset of each partner (Hire Bank & Hirer Customer) are clearly mentioned. Under this agreement, the Hire and the Hirer become co-owner of the asset under transaction in proportion to their respective equity participation.

In Hire Purchase under Shirkatul Milk Agreement, the exact ownership of both the Hire (Bank) and Hirer (Customer) must be recognised. However, if the partners agree and wish that the asset purchased may be registered in the name of any one of them or in the name of any third party, clearly mentioning the same in the Hire Purchase Shirkatul Milk Agreement. However, in IBBL, no third party registration shall be allowed.

The share / part of the purchased asset owned by the Hire (Bank) is put at the disposal / possession of the Hirer (Customer) keeping the ownership with him (Bank) for a fixed period under a hire agreement in which the amount of rent per unit of time and the benefit for which rent to be paid along with all other agreed upon stipulations are also to be clearly stated. Under this agreement, the Hirer (Customer) becomes the owner of the benefit of the asset but not of the asset itself, in accordance with the specific provisions of the contract which entitles the Hire (Bank) is entitled for the rentals.

As the ownership of hired portion of the asset lies with the Hire (Bank) and rent is paid by the Hirer (Customer) against the specific benefit, the rent is not considered as price or part of price of the asset.

In the Hire Purchase under Shirkatul Milk Agreement the Hire (Bank) does not sell or the Hirer (Customer) does not purchase the asset but the Hire (Bank) promise to sell the asset to the Hirer (Customer) part by part only, if the Hirer (Customer) pays the cost price / equity / agreed price as fixed for the asset as per stipulations within agreed upon period on which the Hirer also gives undertakings.

The promise to transfer legal title by the Hire and undertakings given by the Hirer to purchase ownership of the hired asset upon payment part by part as per stipulations are effected only when it is actually done by a separate sale contract.

As soon as any part of Hire's (Bank's) ownership of the asset is transferred to the Hirer (Customer) that becomes the property of the Hirer and hire contract for that share/part and entitlement for rent thereof lapses.

In Hire Purchase under Shirkatul Milk Agreement, the Shirkatul Milk contract is effected from the day the equity of both parties deposited and the asset is purchased and continues upto the day on which the full title of Hire (Bank) is transferred to the Hirer (Customer).

The hire contract becomes effective from the day on which the Hire transfers the possession of the hired asset in good order and usable condition to the Hirer, so that the Hirer may make use of the same as per provisions of the agreement.

Effectiveness of the sale contract depends on the actual sale and transfer of ownership of the asset by the Hire to the Hirer. It is sold and transferred part by part, it will become effective part by part and with the sale and transfer of ownership of every share / part. The hire contract for that share / part will lapse and the rent will be reduced proportionately. At the end of the hire period when the full title of the asset will be sold out and transferred to the Hirer (Customer), the Hirer will become the owner of both the benefit and the asset consequently the hire contract will fully end.

Hire Purchase under Shirkatul Milk is a binding contract for the parties to it - the Bank and the Customer who are committed to fulfill / meet their undertakings / obligations in accordance with the relevant agreement.

Under this agreement the Bank acts as a partner, as a Hire and at last as a seller ;on the other hand the Customer acts as a partner, as a Hirer and lastly as a purchaser.

Ownership risk is borne by both the Hire and Hirer in proportion to their retained ownership / equity.

Under this agreement the role of Hirer is one that of a trustee, the hired asset being a trust property in his hands; he will manage, maintain the asset in favour of the interest of the Hire at his own cost as the exact subject of hirer except in cases of any accident due to any event entirely beyond control of the hirer and natural calamity/disaster (acts of Allah) to be determined by the Bank after proper investigation within the knowledge of the hirer.

The Hirer is responsible for keeping the hired asset(s) in good condition throughout the whole period of hire and if the asset is damaged or destroyed due to mismanagement, corruption, negligence, transgressions, default, etc. of the Hirer, he shall be responsible to compensate the Hire (Bank) for that. Of course, such mismanagement, corruption, negligence, transgressions, default, etc. of the hirer shall be determined by the Hire (Bank) after proper investigation within the knowledge of the hirer.

The Hirer cannot, without obtaining prior written permission of the Hire (Bank) make any changes in the exact item of the hire, and / or remove it from its place of installation and transfer it to another location.

In a Hire Purchase under Shirkatul Milk agreement any stipulation may be made, provided it is not against the nature and requirements of the contract itself, nor does it violate the /this may be the last one divine laws of Islam and is also acceptable to both the parties.

Hire Purchase under Shirkatul Milk facilities may be for medium-term or long-term period which may be utilised for the expansion of production and services, as well as housing activities. The duration of Hire Purchase under Shirkatul Milk contract shall not exceed the useful life of the subject / asset of the transaction. The Bank should not normally enter a Hire Purchase under Shirkatul Milk transaction for items with useful life of less than two years.

Hire Purchase under Shirkatul Milk transaction facilitates the Customer (Hirer) to get benefit from the hired asset in exchange of rental and also to become full owner of the asset by purchasing it part by part.

If, for any reason, the hire contract is revoked prior to the transfer of full title of the asset to the Hirer, then the title of the asset will be shared by both Hire and Hirer – the Hirer will share that part of title which has been transferred to him against payment and the Hire will share the remaining part.

The Hirer to secure the Bank (the Hire) will pledge / hypothecate / mortgage his portion / part / share in the asset (acquired / to be acquired) and or any other asset / property of his own / third party guarantor to the Bank to fulfill his all liabilities / commitments including the accrued rental, if any.

Under Islamic microfinance under shirkat modes, the following are used in Islamic Banks:

1. Household Durables Scheme (HDS)
2. Investment Scheme for Doctors (ISD)
3. Transport Investment Scheme (TIS)
4. Car Investment Scheme (CIS)
5. Small Business Investment Scheme (SBIS)
6. Micro Industries Investment Scheme (MIIS)
7. Agricultural Implement Investment Scheme (AIIS)
8. Real Estate Investment Program (REIP)
9. Real Estate Investment (Commercial & Working Capital)
10. Agricultural Investment of IBBL
11. NRB (Non Resident Bangladeshi) Entrepreneurs Investment Scheme(NEIS)
12. Women Entrepreneurs Investment Scheme (WEIS)

Conclusion

Islamic micro-finance has an important role to contribute for furthering socio-economic development of the poor and small (micro) entrepreneurs without charging interest. Islamic finance offers various ethical schemes and instruments that advanced and adapted for the purpose of microfinance.

Participatory scheme like as Shirkat, Mudarabah and Musharakah have great potentials for microfinance purposes as these schemes can satisfy the risk sharing needs of the micro-entrepreneurs. The Islamic concepts of microfinance will be of interest especially to many microfinance institutions. Originality Islamic financing schemes are argued as having moral and ethical attributes that can effectively motivate micro-entrepreneurs to thrive. These schemes, however, require specialized skills in managing risks inherent in the structure of the contracts. In theory, different schemes can be used for different purposes depending on the risk profile of the micro-entrepreneurs.

Modes of Investment in Conventional & Islamic Banking A Comparative Study



Md. Fariduddin Ahmed
Advisor

Export Import Bank of Bangladesh Limited
Former Managing Director & CEO
Islami Bank Bangladesh Limited
Export Import Bank of Bangladesh Limited

The business of banking is intermediation of fund. The banks mobilize resources from the surplus units and deploy the same to the deficit units. These functions are common both to the banks run under Islamic principles and the conventional system. However, in regard to the techniques, rules and instruments there are gulf of differences and they are diametrically opposite in nature. For example, a conventional bank receive deposit and also makes loans and advances on the basis of interest but Islamic Banks cannot do it. Islamic Banks deploy its funds through Mudaraba (profit sharing & loss bearing), Musharaka (profit & loss sharing), buying & selling of commodities applying modes like Bai-Murabaha, Bai-Muajjal, Bai-Salam, Bai-Istisna'a, Bai-as-Sarf and sharing of rent through Hire Purchase under Shikatul Meelk (HPSM) mode. These tools & modes of deployment of funds are unique for Islamic Banking.

A comparative study of the modes of investment of Islamic Banks and the types of loans & advances of conventional banks has been made, the findings of which is shown in juxtaposition in the following paragraph for perusal of the readers.

Sl.	Islamic Banking	Sl.	Conventional Banking
1.	<p>Bai-Murabaha:</p> <p>Literally, sale on profit. Technically, a contract of sale in which the seller declares his cost and profit. This has been adopted as a mode of financing by a number of Islamic Banks. As a financing technique, it involves a request by the client to the bank to purchase a certain item for him. The bank does that for a definite profit over the cost which is settled in advance.</p>	1 & 2	<p>Due to basic difference in Principle, no type of loans and advances of conventional Bank can be compared with Bai-Murabaha Mode & Bai-Muajjal Mode of Islamic Banking. However, the cash credits (Pledge & Hypothecation) has some similarities with these modes at operational level. The basic features of cash credits (Pledge) and Cash Credit (Hypothecation) are as follows:</p> <p>Cash Credit accounts are basically current accounts and are opened under prior arrangement for allowing credit facilities. The distinction between a current and a cash credit account is that the former is intended to be an account with credit balance and the latter an account for drawing of advances.</p>
2.	<p>Bai-Muajjal:</p> <p>Literally, a credit sale. Technically, a financing technique adopted by Islamic banks. It is a contract in which the seller allows the buyer to pay the price of a commodity at a future date in a lump sum or in installments. The price fixed for the commodity in such a transaction can be the same as the spot price or higher or lower than the spot price.</p>		<p>The credit facilities that are allowed through these accounts are known as Cash Credit advances while those allowed through current accounts as overdrafts. The primary securities advanced against are generally marketable goods, produces and other merchandises which form stocks-in-trade of the borrowers or comprises raw materials of a producing industry. In case of such advances the borrower is allowed to give pledge or hypothecation of the securities and take delivery thereof, partly of wholly according to his business requirements and thereby regulate his drawing on the account within the prescribed limit subject as well to the other terms and conditions of sanctions.</p>
3.	<p>Bai-Salam:</p> <p>This term refers to advance payment for goods which are to be delivered later. Normally, no sale can be affected unless the goods are in existence at the time of the bargain. But this type of sale forms an exception, to the general rule provided the goods are defined and the date of delivery are fixed. The objects of this type of sale are mainly tangible things but exclude gold or silver as these are regarded as monetary values. Barring these, Bai-salam covers almost all things which are capable of being definitely described as to quantity, quality and workmanship.</p>	3.	<p>This is a unique mode of financing by Islamic Banks. There is no type of Loans & Advances under conventional banking system which can be compared with Bai-Salam mode of Islamic Banking. As discussed alongside, Islamic Banks pay in advance the price of the goods to the selected clients specifying very clearly the Quantity, Quality, Time and Place of delivery (QQT&P) and after taking delivery of the goods they sell the same to another client under Bai-Muajjal or Bai-Murabaha modes. The difference between the purchase price and the sale price is either the profit or loss of the Islamic Banks.</p>

Sl.	Islamic Banking	Sl.	Conventional Banking
	One of the conditions of this type of contract is advance payment; the parties cannot reserve their option of rescinding it but the option of revoking it on account of a defect in the subject matter is allowed. It is also applied to a mode of financing adopted by Islamic Banks. It is usually applied in the agricultural sector where the bank advances money for various inputs to receive a share in the crop, which the bank sells in the market.		
4.	<p>Bai-Istisna'a:</p> <p>Istisna'a is a sale contract by which al-sani' (the seller) on the basis of the order placed by al-mustasni' (the buyer) after having manufactured or otherwise acquired al-masnoo' (the goods) as per specification sells the same to al-mustasni' for an agreed upon price and method of settlement whether that be in advance, by installments or deferred to a specific time. It is a condition of Istisna'a contract that al-sani should provide either the raw material or the labor.</p>	4.	An unparallel mode used by Islamic Banks for financing. No type of Loans & Advances under conventional banking system can be compared with Bai-Istisna'a mode of Islamic Banking. Islamic Banks run the risk of loss if the sale price of the goods (mainly tangible) procured under Bai-Istisna'a contract is less than the purchase price.
5.	<p>Mudaraba:</p> <p>The term refers to a form of business contract in which one party brings capital and the other personal effort. The proportionate share in profit is determined by mutual agreement. But the loss, if any, is borne only by the owner of the capital, in which case the entrepreneur gets nothing for his labor. The financier is known as "Saib-al-maal" and the entrepreneur as "mudarib".</p> <p>As a financing technique adopted by Islamic Banks, it is a contract in which all the capital is provided by the Islamic Bank while the business is managed by the other party. The profit is shared in pre-agreed ratios, and loss, if any, unless caused by negligence or violation of terms of the contract by the "mudarib" is borne by the Islamic Bank. The Bank passes on this loss to the depositors.</p>	5.	This is a unique mode of financing by Islamic Banks. There is no type of Loans & Advances under conventional banking system which can be compared with Mudaraba mode of Islamic Banking. The concept of sharing profit & bearing loss is totally absent in conventional banking system.
6.	<p>Musharaka:</p> <p>The term refers to a financing technique adopted by Islamic banks. It is an agreement under which the Islamic Bank provides funds which are mingled with the funds of the business enterprise and others. All providers of capital are entitled to participate in the management but not necessarily required to do so. The profit is distributed among the partners in pre-determined ratios, while the loss is borne by each partner in proportion to his contribution.</p>	6.	This is a unique mode of financing by Islamic Banks. There is no type of Loans & Advances under conventional banking system which can be compared with Musharaka mode of Islamic Banking. The concept of sharing profit & loss is totally absent in conventional Banking system.
7.	<p>Hire-Purchase/Ijarah wa-Iqtina/HPSM:</p> <p>This term refers to a mode of financing adopted by Islamic banks. It is a contract under which the Islamic bank finances equipment, building or other facility for the client against an agreed rental together with an undertaking from the client to purchase the equipment or the facility.</p> <p>The rental as well as the purchase price is fixed in such a manner that the bank gets back its principal sum along with some profit which is usually determined in advance.</p>	7.	There is no type of Loans & Advances under conventional System which can be compared with Hire-Purchase/Ijarah wa-Iqtina/HPSM mode of Islamic Banking. Conventional Banks provide loan on the basis of interest for capital machineries, commercial & residential building etc. There is no concept of rent sharing in conventional banking.

Sl.	Islamic Banking	Sl.	Conventional Banking
8.	<p>Musaqah:</p> <p>A contract in which the owner of the garden shares its produce with another person in return for his services in irrigating the garden.</p>	8.	There is no type of Loans & Advances under conventional System which can be compared with Musaqa mode of Islamic Banking. Conventional Banks do not take any share of produces from the client. They charge interest on loans.
9.	<p>Mozara'a:</p> <p>It is a contract in which one person agrees to till the land of the other person in return for a part of the produce of the land.</p>	9	There is no type of Loans & Advances under conventional System which can be compared with Mozara'a mode of Islamic Banking. Conventional Banks provide agricultural loan on the basis of interest for such purposes.
10.	<p>Quard-al-Hasana:</p> <p>A virtuous loan. A loan with the stipulation to return the principal sum in the future without any increase.</p>	10.	There is no type of Loans & Advances under conventional System which can be compared with Quard-al-Hasana mode of Islamic Banking.
11.	<p>Overdrafts (Secured & Clean):</p> <p>There is no Overdrafts (Secured & Clean) mode under Islamic Banking System. However, working capital requirement of the clients can be provided either under Mudaraba or Musharaka Modes. Such needs can also be met under Bai-Salam and Istisna'a Modes.</p>	11.	<p>Overdrafts (Secured & Clean):</p> <p>Overdrafts are those drawings which are allowed by the banker in excess of the balance in the current account up to a specified amount for a definite period as arranged for. The advances may be clean or secured. The customer can freely operate on his account within the prescribed limit subject to the other terms and conditions of sanction.</p>
12.	<p>Packing Credits:</p> <p>There is no Packing Credits mode under Islamic Banking System. However, working capital requirement of the clients can be provided either under Mudaraba or Musharaka Modes. Such needs can also be met under Bai Salam and Istisna'a Modes.</p>	12.	<p>Packing Credits:</p> <p>A packing credit facility is a pre-shipment advance granted to a customer to produce or buy goods for export to a foreign country against a letter of credit, a banker's letter of authority or a firm contract already in hand and lodged with the banker. Such a credit facility is allowed usually by way of cash credit to the extent of the contracted amount with or without any security. Depending on the arrangement made by the customer the loan may be disbursed straightway without creating any charge on the goods to be exported. In that event, the borrower submits the export bills to the banker in due course and the banker adjusts the advance by negotiation of the documents. Alternatively, the goods purchased or produced from time to time may be pledged or hypothecated to the banker to cover the advance. Upon dispatch of the goods to the forwarding agents at the port town for shipment, the relative railway, barge or steamer receipts are purchased by the banker and the concerned cash credit account is credited with an amount not below the advance value of the stocks. The payments so made are adjusted upon negotiation of the export bills covering shipment of the goods to the foreign importers.</p>
13.	<p>Demand Loans:</p> <p>There is no Demand Loans mode under Islamic Banking System. However, working capital requirement of the clients can be provided either under Mudaraba or Musharaka Modes. Such needs can also be met under Bai Salam and Istisna'a Modes.</p>	13.	<p>Demand Loans:</p> <p>A demand loan is an advance for a fixed amount, clean or secured. The disbursement of the loan amount in each case is made in lump sum against a stamped receipt. Any subsequent deposit of funds by way of reduction in the loan amount goes to permanently reduce the borrower's liability to that extent and any further drawing against the same securities is not covered by the original Demand Promissory Note. This is because the loan is for a specified amount granted otherwise than through a formal bank account opened in the name of the loaner, unlike an overdraft or a cash credit advance. If any additional drawing beyond the original loan amount or in reimbursement of the subsequent deposit is required to be permitted against the same securities, a fresh loan needs be granted and the outstanding of the original loan needs be granted and the outstanding of the original loan adjusted. To avoid any complication, proper introduction of such a loanee should be obtained before allowing the advance, particularly against pledge of securities transferable by mere delivery namely gold ornaments.</p>

Sl.	Islamic Banking	Sl.	Conventional Banking
14.	<p>Bai-as-Sarf (FDBP):</p> <p>Purchase & negotiation of Export Bills are done by the Islamic Banks under Bai-as-Sarf mode. Islamic Bank realizes commission & gets exchange gain (or loss) for purchasing and negotiation of export bills.</p>	14.	<p>Purchase of Negotiation of Export Bills:</p> <p>The bills drawn under export letters of credit are negotiated by the advising banker to the debit of the 'foreign bills negotiated and purchased' account, and the payments made by him there against to the exporters are adjusted by recovery from the opening banker as per reimbursement clause of the credit.</p>
15.	<p>Musharaka Documentary Bills (MDB):</p> <p>Inland Documentary Bills are purchased by the Islamic Banks under Musharaka Documentary Bills. Under the Musharaka Documentary Bills inland investment mode, after shipment/ delivery of the goods, the clients submit their proposals for Musharaka finance in the prescribed format declaring their equity and anticipated profit of the deal and the ratio at which profit to be shared with the bank accompanying the required documents as per L/C contract.</p>	15.	<p>Purchase & discount of Inland Bills of Exchange:</p> <p>It is customary with the banker to purchase inland demand documentary or clean bills and discount inland usance documentary or clean bills usually from the drawer, which represent bonafide trade transactions involving legitimate movement of marketable goods and it is usual to settle these transactions by such means. In doing so, the banker makes investment of his funds and should be satisfied that a bill is not a purely accommodation bill nor one created to provide the acceptor with fixed capital. The demand bills are payable by the drawees immediately on demand and usance bills, on maturity after date or after acceptance, where payable after sight, as the case may be. While collecting these purchased or discounted bills the banker becomes the holder for value with the bills made out in his favor or endorsed to him by his customer.</p>
16.	<p>Bai-as-Sarf (FBP):</p> <p>Foreign Demand Drafts purchased under Bai-as-Sarf mode. Islamic Bank realizes commission & gets exchange gain (or loss) for purchasing demand draft drawn in foreign currencies.</p>	16.	<p>Demand Drafts Purchased:</p> <p>The banker generally undertakes liabilities by purchase of cheques and demand bills and discount of usance bills under prior arrangement made by the customer with or without any collateral security except stray cases. The payments are made up to an agreed percentage of the total amount of the instrument subject to a maximum limit. As in case of advances, these payments are not made through any drawing account of the customer or by way of overdrafts. The banker maintains, customer-wise list of the instruments purchased or discounted from time to time and credit the amount to the customer's current account. In the banker's book, the payments are accounted for through the 'DDP' account in respect of demand bills and cheques purchased, and 'IBD' account in case of usance bills discounted. The outstanding are adjusted after collection of the proceeds from the drawees. In the event of a bill or a cheque being dishonored by non-payment or non-acceptance as the case may be, the banker calls upon the customer to make reimbursement of the payments made there against or debits his account, if the amount is covered by the balance. The banker has always recourse against the drawer and endorsers on the instrument as a holder for value as by drawing the same the drawer and the endorsers engage that the instrument will be paid on due presentation and that if dishonored, they will be paid on due presentation and that if dishonored, they will compensate the holder. In addition to this legal protection, the banker's interest is also safeguarded on the basis of the charge documents executed by the customer to the effect that if any instrument is unpaid he will repay the advance made there against.</p>
17.	<p>Call Loans:</p> <p>In Bangladesh there is an Inter Islamic Bank Fund Market (IIFM) for overnight financial accommodation among the Islamic Banks under Mudaraba Principles.</p>	17.	<p>Call Loans:</p> <p>As a second line of defense lest the cash reserve and liquidity fall short of the requirement, the Banker sometimes makes temporary investments in money market commonly known as call loans (i.e., money at call). These loans are mainly given to other bankers who need borrowings on account of a very temporary shortage of funds. Such loans are disbursed against receipts and repayable immediately at call.</p>

11 Cs for better Investment analysis of a bank:



Md. Fakhruul Islam

M. Com (Mgt.), MBA (HRM).
Executive Vice President & Principal
EXIM Bank Training & Research Academy

A common phenomenon is 'investment default' associated with all types of business enterprises. Investment default in case of Islami Banks has special significance; because, deployment of investment is almost the exclusive business of banking institutions. Naturally magnitude of investment default largely determines the destiny of a bank. Banks deal with other people's money. Quick & timely recovery of investment is one of the most important factors that banks make commercially viable. Investors and entrepreneurs may default in paying their investments for various reasons. Some of the reasons are as follows:

(i) When an entrepreneur takes up any project, he/she makes a project profile. The main goals, objectives and the cost of production are set out there. Likewise, the importers also required to submit their project profile showing therein the proposed rate of profit to the bank for the purpose of obtaining the investment. Sometimes, some entrepreneurs prepare over invoiced proposals in their bid for extra money from the bank for personal gain (This scenery observes frequently in commercial banking).

(ii) Some industries turn sick despite getting adequate investments from banks. The main reasons for this are weak management, wrong recruitment and administration of the

standard of the commodity are not following correct marketing procedures.

(iii) Inadequate prudential regulation and weak supervision is a recipe for banking problem i.e. creating non-performing assets.

(iv) Poor prudential regulation and supervision are made all the worse by an inadequate legal framework.

(v) Banks are not the only problem in the financial sector. Capital market is not enough to offer a competitive alternative bank investment.

(vi) Many of the classified investment are of directives which actually given by influence. For any influence, the banks have to invest money to projects without examining their economic viability.

(vii) Ignorance or poor knowledge to analyze the investment proposal(s) by the investment officials.

(viii) Negligence of the investment officials. Many investment officers do not perform his/her assignment sincerely despite getting all possible information, guidelines about the respective investment.

(ix) Connivance of the bank officials with the borrower.

Infact, the recovery starts from the selection of the borrowers.

It is well known that banks have pressing problems owing to bad investment in Bangladesh. To improve the investment portfolio better investment analysis is essential. Through good investment analysis, we can reduce the volume of bad or classified investments and it helps to form a good economic infrastructure for any country. In this article, it has been emphasized upon **(i)** 5 C's for good investment and **(ii)** 5 C's for bad investment and **(iii)** other one C for good & bad investment which can be used as an investment tool for any investment official.

The investors must know the C's of good investment. These Cs are the true rules of making good investment consisting of **Character, Capacity, Condition, Capital and Collateral**. But some other 6 C's are also equally importance for better investment.

Character: Character refers to the likelihood that an investment partner will try to repay the debt. This factor is of considerable importance because every transaction in investment implies a promise to pay. The principal question is whether the firm/borrower make an honest effort to pay the debt. Experienced managers frequently insist that the moral character of a borrower is the most important issue in an investment evaluation. Thus investment reports/trade checking is used to provide background information on past performances both for business and for individual. Investment analysts determine a firm's investment reputation by talking with the bankers, its suppliers, its customers and even its competitors. CIB/IIB report is to be collected from Bangladesh Bank and other banks reports are also to be collected to determine the investment history of firms or companies or individual.

Capacity: Capacity is the subjective judgment of a customer's ability to pay. Capacity is a measure of the ability of the investment customer to generate cash sufficient to service the debt. As such, evaluation of this factor is based primarily on the cash income received by the borrower (business or individual).

Capital: Capital is measured by the general financial condition of a borrower as indicated by an analysis of financial statements. The lender will make sure that the company or the person borrowing money is adequately capitalized. Here capital means net worth of the business. This provides a caution for any loss that may occur and helps to keep the bank from ending up in bankruptcy and court haggling over the

remains of a dead company. Special emphasis is given to the risk ratios, like debt/asset ratio, the current ratio and the times profit earned ratio.

Collateral: The borrower might offer assets as security in order to obtain investment represent collateral. "The lender will make sure that collateral does not drive the lending decisions". Specially, for large investment or long-term investments the lender may require some types of collateral. If the borrower fails to live up to the terms of the investment agreement the collateral can be sold to mitigate the debt. As per experts opinion, collateral is the last resort for any investment official.

Conditions: Conditions refer both to general economic trends and to special developments in certain geographic regions or sectors of the economy that might affect the borrower's ability to meet its obligations. Some firms perform very poorly during economic downturns, as such, investors need to exercise greater caution when investing to such firms during poor economic periods.

These traditional Cs of investment should be thought as of commandants. These rules have worked fairly well in the past, but in recent years, bankers have learnt a few more Cs, like – **Complacency** (আত্মপ্রসাদ), **Carelessness**, **Communication**, **Contingencies** (দেব ঘটনা) and **Competition**. These five things of bad investment to guard against the lessons learnt from the most recent lending mistakes.

Complacency: This is one of the most important lessons has been drawn from the past few years to guard against complacency. Many bankers say "I don't need to worry about the borrower, he is always paid the bank dues timely" that is certainly an incorrect assumption. There are 3 (three)

things that can influence complacency:- (i) Over reliance on guarantors might create problems (ii) Over emphasis on past performances is a great concern and (iii) Over reliance on large net worth is yet another concern. This is simply "good old boy" lending.

Carelessness: The second rule of bad investment or mistake to be learnt from is carelessness. It is easy to say, "Don't worry about the investment documentation. I will get later". There are a lot of investments with improper documentation, incomplete of conditions precedents (CPs), incomplete financials and inadequate investment appraisal and no one knows where to find the information because the officer responsible is no longer working for the bank and it is all because someone is careless. A lender must aware about the following:

- Lack of current financial information (minimum 3 years audited financial statement)
- Personal net-worth statement
- Lack of protective investment instruments
- Information not kept in the file(s).

Communication: A communication breakdown is a simple problem. But it can easily destroy a whole Bank. Poor communication, up and down the line, is deadly. Investment quality can be judges through various information software in this modern IT era. So, IT knowledge is very much essential for all investment officials. Without IT knowledge, it is not possible to communicate properly for better judgment of investment proposal in this 21st century which is called "The century of technology".

Contingencies (দেব ঘটনা): Many bankers may think that they are the brightest financiers, but no one looked at what would happen to his/her investment if the economy slowed down. Bankers are supposed to look at every bad thing that happen and then decide how likely it is that and of those things will happen.

Completion: Completion is probably the most important of five C's of bad investment. Bankers decided to win the business. Unfortunately, that meant making his or her investment standard as loose as or looser that everyone's else. The banker must think how his/her product can be sold to the consumers and consumers will buy only this bank's product not another bank's (competitor) products.

Co-operation: This 'C' can solve all the problems of bad C's. This is cooperation from and to each other both lender and borrower which may drive any investment facility the good and bad investment also. A lender must remember that he/she is not only a lender but also a consultant/guardian of the borrower. And a bank is not also lender but also a financial partner. It is to remember that managing a project is more difficult than trade financing. It is very difficult to generate sufficient cash flow from the project to meet its debt obligation during the early stage of the project. As such, in every project financiers need to extend their utmost cooperation ever determining installment sizes to make the project a successful one only after making detailed analysis of all the aspect properly.

An investment official must understand the business cycle of the borrower. Investment officials will talk to the customer in cooperation minded. A lender should understand that without cooperation an investment is not yield better output. Therefore, cooperation plays a vital role to be a good investment.

আপনার কথা বলুন

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমায় আপনার এবং আপনার শাখার কথা লিখুন। উপযুক্ত বিষয়ে আর্টিকেল, শাখার বিভিন্ন সংবাদ, মেধাবী মুখ, নবজাতক, বিয়েসহ ব্যাংকের অনুষ্ঠানসংক্রান্ত যে কোন সংবাদ আমাদেরকে জানান। আমরা সুযোগ অনুযায়ী পরিক্রমার চলতি সংখ্যায় ছাঁপাবো।

লেখা/সংবাদ পাঠানোর বিষয়ে যোগাযোগ:
কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স এন্ড ব্রান্ডিং ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ফোন: ৮৮২১৯৩৬ সরাসরি
৯৮৮৯৩৬৩- ২১৯ (পিএবিএক্স)

সুশাসন ও ইসলাম



এ.কিউ.এম ছফিউল্লাহ্

এসএভিপি ও মেম্বার সেক্রেটারি,
শরীয়াহ সেক্রেটারিয়েট

শান্তি ও মুক্তির ধর্ম ইসলাম। ঐক্য, সম্প্রীতি, সাম্য-মৈত্রী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বর্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন মহানবী (স.)। তাঁরই আদর্শ অনুসরণে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়াতে পারে একটি শতধা বিচ্ছিন্ন জাতি। একমাত্র তাঁর অনুসৃত আদর্শই সর্বস্তরের মানবের ইহ ও পরকালের চিরকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। উপহার দিতে পারে আনন্দময় জীবন, বিনয়ী ও আত্মত্যাগী শাসক, শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন নির্মল সুখের সমাজ, গড়তে পারে দ্বন্দ্বমুখর এই ধরায় আবার সৌভ্রাতৃত্বের অকৃত্রিম বন্ধন, শান্তি ও সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সুশাসনভিত্তিক রাষ্ট্র।

সুশাসন কী ?

শাসন কেবল নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার ও তাঁর অবাধ্যতার তিরস্কারও। আধুনিক সাহিত্যে শাসন বলতে বুঝায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং কী কী প্রক্রিয়ায় ওইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে (অথবা হবে না)।

সুশাসন এমন নেতৃত্ব প্রদান করে, যা জনগণকে ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়। শাসন আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত একটি বিরাট দায়িত্ব। তিনি মানুষকে জ্ঞান, মুক্তবুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে সকল সৃষ্টজীবের ওপর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

শাসনের নির্যাস হল শৃঙ্খলা, আইনের কার্যকারিতা, ন্যায়বিচার ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি প্রভৃতি। দু'টি পদ্ধতিতে শাসনের প্রতিফলন ঘটে— ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

ক্ষমতা শাসনকে বল প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিতে দেখে। এখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং বিশেষত শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসন হল দায়িত্ব ও কর্তব্য, কর্ম, জবাবদিহি ইত্যাদি। সুশাসন হল মানুষের অবস্থাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন, তা জোগান দেওয়া।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুশাসন

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসন হল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন। জনগণকে সেবা প্রদান। দুনিয়ায় প্রথম যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছিল নবী রাসূলদের (আ.) নেতৃত্ব। আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করে এরশাদ করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ : ‘আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে, তাদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪)।

আল্লাহ তা‘আলা নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দাউদকে (আ.) বলেন—

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

অর্থ : ‘হে দাউদ, নিশ্চয় আমি তোমাকে জমিনে খলীফারূপে প্রেরণ করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে হকের (ন্যায়বিচার) সাথে বিচার কর (সূরা সাদ, আয়াত : ২৬)।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَافِقٌ الْأُمُورِ

অর্থ : ‘আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়ম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে; আর সব কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে (সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৪১)।

আজকের নেতৃত্বে কীসের অভাব ?

ব্যাপক গবেষণায় একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আজকের নেতৃত্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়িত্বানুভূতির পরিবর্তে ক্ষমতার দোর্দ প্রতাপই অগ্রাধিকার লাভ করছে। অথচ ইসলামের দাবি হল শাসন হবে গণমুখী। কীভাবে জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তার চেয়ে বরং তাদের কল্যাণচিন্তাই হওয়া উচিত শাসকদের একমাত্র জীবনব্রত।

মহানবী (সা.) শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন, سيد القوم خادمتهم ‘জনগণের নেতা তাদের সেবক।’ একজন সেবক তার জনগণের সেবা করতে না পারলে তাকে সেবক নিযুক্ত করায় লাভ কী? মহানবী (সা.) আরো বলেন, ‘একজন সুশাসক বা ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে।’

বুখারী শরীফে মাক্বিল বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবীকে (সা.) বলতে শুনেছি—

‘আল্লাহ যে ব্যক্তিকে কিছু লোককে শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সে সৎভাবে তাদের পরিচালনা করে না, সে কখনো জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত পাবে না। মাক্বিল বিন ইয়াসার বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘মুসলিম প্রজাদের শাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি তাদের সাথে প্রভাষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।’

নেতৃত্বের করণীয়

একজন নেতা দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হলে ক্ষমতা নিজেই তার করতলগত হবে। লোকেরা স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করবে। নেতা তখন জনগণের আনুগত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর নির্ভর কম করবেন। অবশ্য নেতারা যখন ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হন তখন তারা জনগণের সম্মুখে আত্মতৃপ্তির সাথে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব জাহির করেন। এভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে নয়; বরং ভয়ভীতির মাধ্যমে আনুগত্য আদায় করে নেন।

সহীহ মুসলিমে আউফ বিন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবীকে (সা.) বলতে শুনেছেন— তোমাদের শ্রেষ্ঠ শাসক হল ওইসব লোক, যাদের তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। যাদের জন্য তোমরা দু’আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু’আ করে। পক্ষান্তরে, তোমাদের নিকৃষ্ট শাসক হল ওইসব লোক, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়...

মানব ইতিহাসে ইসলামী শাসনামলের চেয়ে বেশি ভাল শাসনের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখা যায় না। কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে ‘রুহামাউ বায়নাছুম’ (একে অপরের প্রতি দয়ালু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলতেন, আমরা কথা শুনি ও আনুগত্য করি। অথচ তাদের পুলিশী পর্যবেক্ষণের কোন প্রয়োজন দেখা দিত না।

আজকের নেতৃত্ব ও মুসলিম নেতৃত্ব যারা আমাদের জন্য সুশাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, মুসলিম নেতৃত্ব ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাদের দায়িত্বানুভূতিই ক্ষমতার জন্ম দিয়েছিল। একারণেই তাদের ও জনগণের মধ্যে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কল্পনা করুন, মুসলিমগণ যখন অমুসলিম অধুষিত অঞ্চল বিজয় করেন এবং যখন তাদের ওইসব অঞ্চল ত্যাগ করতে হয়েছিল তখন অমুসলিমগণ তাদের কাছে তাদের অঞ্চলের জন্য নেতা নির্বাচন করার প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ, তারা

সুশাসনের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

চিন্তা করুন, সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ ভারত উপমহাদেশ শাসন করেন। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, অপরাধীরা আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করত। একজন ব্যাভিচারিণী নিজের অপরাধ স্বীকার করে বারবার তার ওপর শরী‘আতের বিধান প্রয়োগ করার আবেদন করে। বাস্তব উদাহরণ থেকে জানা যায়, যখন সরকার তার দায়িত্ব পালন করে, তখন জনগণও তাকে সহযোগিতা করে এবং সমাজে শান্তি বিরাজ করে। শরী‘আত যেন বলে, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন কর। তাহলেই বুলেট ও ব্যাটন থেকে রক্ষা পাবে। একজন মুসলিম নেতা ক্ষমতার মোহে মদমত্ত নয়, বরং তাকে নিয়োগ দেওয়ায় সে বিনয়ী ও নম্র। মুসলিম শাসকগণ আনুগত্যের শপথ নেয়ার পর প্রথমেই যে বিবৃতি দিতেন, তাতেই তাদের দায়িত্বানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটত। প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, ‘আমি আপনাদের কারো চেয়ে শ্রেয়তর নই তথাপি আপনাদের প্রধান নির্বাচিত হয়েছি।

আমি যদি ভাল কাজ করি তাহলে আপনাদের কর্তব্য হল, আমাকে সাহায্য করা, সমর্থন করা। আমি যদি ভুল করি তাহলে আপনাদের কর্তব্য হল, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। সত্য ও ন্যায় হচ্ছে আস্থার প্রতীক আর অসত্য হচ্ছে অনাস্থার প্রতীক।’

যখন কাদেসিয়ার যুদ্ধে বিজয়ের খবর মদীনায এল, তখন উমার বিন খাত্তাব (রা.) জনগণকে সমবেত করেন। বিস্তারিতভাবে তাদের কাছে যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এরপর খলীফা বলেন, ‘হে মুসলিমগণ, আমি কোন রাজা নই যে, তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করব।

আমি আল্লাহর একজন দাস, যদিও আমার স্বন্ধে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমি যদি তোমাদের আবাসগৃহে প্রশান্তিতে রাত্রিযাপনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। আর আমি যদি তোমাদের সর্বদা অপেক্ষায় রাখি এবং নিজের বাসভবনে দ্বাররক্ষক রাখি তাহলে নিজেকে বড়ই হতভাগা মনে করব। আমি তোমাদের কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও দিকনির্দেশনা দিব।’

একমাত্র ইসলামেই রয়েছে সুশাসনের উপাদান। কারণ, ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। তাই এটি নির্ভুল। শাস্ত্বত। কালজয়ী। চিরশান্তির আধার। মানবরচিত মতবাদের যঁতাকলে নিষ্পেষিত শ্রেণীর মুক্তির একমাত্র রক্ষাকবচ হচ্ছে ইসলামের বিধিবিধান যা সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। একজন সুশাসকের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি হবেন বিনয়ী, নম্র, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, দূরদর্শী ও পরোপকারী। তিনি কখনো জেদী, একগুঁয়ে, অহংকারী, উদ্ধত ও উৎপীড়নকারী হতে পারেন না।

এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে শীতাত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমে বরাবর এগিয়ে আছে এক্সিম ব্যাংক। দুর্গত ও আর্তমানবতার সেবায় ব্যাংক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও এক্সিম ব্যাংক বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে শীতাত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে, যার কয়েকটি চিত্র নিচে উল্লেখ করা হল। উল্লেখ্য, এক্সিম ব্যাংক প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক কম্বল বিতরণ করে থাকে।



সাভার শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণ করছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া



মানিকগঞ্জ শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণ করছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া



আশুগঞ্জ শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



গাজীপুর চৌরাস্তা শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



হেমায়েতপুর শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



কেরানীগঞ্জ শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



মৌচাক, গাজীপুর শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



মৌলভীবাজার শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



ময়মনসিংহ শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



নড়িয়া, শরীয়তপুর শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



রংপুর শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



সিতাকুন্ড শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ



বনানী শাখাকর্তৃক কম্বল বিতরণ

নবজাতক



এক্সিম ব্যাংক সীতাকুণ্ড শাখার অপারেশন ম্যানেজার ও এফএভিপি হাফিজুর রহমান গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন। নবজাতকের নাম ইবতিশাম বিনতে হাফিজ প্রার্থনা। প্রার্থনা এবং তার মা আইরিন রহমান বর্তমানে সুস্থ আছেন। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ অফিসার মোঃ আবদুছ সবুর গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম সন্তানের জনক হয়েছেন। নবজাতকের নাম নুয়াইমা তাহরিমা। নুয়াইমা এবং তার মা সেলিনা আক্তার বর্তমানে সুস্থ আছেন। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।



এক্সিম ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ডিভিশনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ অফিসার শেখ শরীফুল ইসলাম ও আতিকা ইয়াসমিন দম্পতি গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ তাদের দ্বিতীয় সন্তান লাভ করেছেন। কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয়েছে তাকিয়া রিদা। রিদা সকলের দোয়াপ্রার্থী।

এক্সিম ব্যাংক ফরিদপুর শাখায় কর্মরত অফিসার এম এম কামরুল হাসান ও সৈয়দা মারিয়া আহমেদ দম্পতি গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ দ্বিতীয় সন্তান লাভ করেছেন। পুত্র সন্তানের নাম এম এম আবিব হাসান। আবিব সকলের দোয়াপ্রার্থী।



এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশনে কর্মরত অফিসার জাহিদ ইবনে আনওয়ার ও শিরিন আক্তার দম্পতি গত ১ জানুয়ারি ২০১৪ তাদের প্রথম সন্তান লাভ করেছেন। পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছে শারাব বিন জাহিদ। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

পথপত্রিকমা

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে দিন যেমনটা আপনার চাই
সাপ্তাহিক ইসলামী ব্যাংকের প্রকৌশলিকার এলিভ ব্যাংকের
সাপ্তাহিক আর্থিক বিবরণসহ

আলওয়াদিয়াহ চলতি আমানত

“আমানত ঋণের সুবন্ধিত”
ইসলামী পরীয়াহে মোতাবেক আলওয়াদিয়াহনীতিতে
প্রতিষ্ঠিত এই হিসাব থেকে গ্রাহক চাওয়া মাত্রই অর্থ
উত্তোলন করতে পারেন



মুদারাবা হুকুম আমানত প্রকল্প
“আপনার পবিত্র হুকুম থেকে স্বাস্থ্যকামময়”
(৫ বছর, ৮ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর ও
২০ বছর মেয়াদি)



এক্সিম ফুল ব্যাংকিং “আজকের সঞ্চয়, আগামীর আকুশিযুস!”

- মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী
আমানত হিসাব
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট
সঞ্চয়ী প্রকল্প

এক্সিম ফেমিনা

- “আজকের আমানতে আগামীর নিশ্চয়তা”
- মুদারাবা ফেমিনা মাসিক মুনাফা প্রকল্প
 - মুদারাবা ফেমিনা মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প



মুদারাবা মেয়াদি আমানত
“মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু!”
মুদারাবা বিশেষ নোটস আমানত
“প্রতিদিনের ক্ষুতিতে প্রতিদিন মুনাফা!”
মুদারাবা ক্যাম্প ওয়াকুফ আমানত
“ইহলৌকিক শান্তি – পারলৌকিক মুক্তি!”

এক্সিম সিনিয়র
“আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন”

- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প



মুদারাবা
মাসিক আয়
আমানত প্রকল্প
“প্রতি মাসের মুনাফা
যখন উপার্জনের সাথী”

মুদারাবা মাল্টিপ্লাস সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
“নির্ধমেয়াদে তিনগুন মুনাফা!”

মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
“দ্বিগুন লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে”

মুদারাবা
সঞ্চয়ী আমানত
“সঞ্চয়ের শুরু
এখানেই!”

মুদারাবা
মাসিক সঞ্চয়ী আমানত
“মাসিক সঞ্চয়ের বাবিক মুনাফা!”
(৩ বছর, ৫ বছর, ৮ বছর, ১০ বছর ও ১২ বছর মেয়াদি)

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প

“আর তোমরা ব্রীলগকে তাদের দেনমোহর
সম্বন্ধটিতে দিয়ে দাও”
-সুরা নিসা, আয়াত ২৫



এক্সিম সু-গৃহিণী

- “সাংসারিক ব্যস্ততার ক্ষেত্রে আর্থনৈতিক সমৃদ্ধি”
- মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক মুনাফা প্রকল্প
 - মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

এক্সিম রুহামা

তিন বছরে দ্বিগুণ (প্রাক্কলিত)

এক্সিম যিয়াদাহ

৫ বছরে ৩ গুণ (প্রাক্কলিত)

মানুষের সাধ ও সাধের অর্পূর্ব
সমন্বয় সাধন করতে এক্সিম
ব্যাংক এবার নিয়ে এল দু’টি
অনন্য সেবা- এক্সিম রুহামা ও এক্সিম
যিয়াদাহ। এবার সাধের ভেতরেই পূরণ হবে
আপনার সব সাধ। স্বল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিগুণ
ও তিনগুণ হবে আপনার আমানত।



মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
“সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের বৃক্ষ”
(৩ বছর, ৫ বছর, ৮ বছর, ১০ বছর ১২ বছর
১৫ বছর, ১৮ বছর ও ২০ বছর মেয়াদি)

মুদারাবা মিলিওনিয়ার আমানত প্রকল্প
“হালান সঞ্চয়ে ভবিষ্যতের মিলিওনিয়ার”
(৩ বছর, ৫ বছর, ৮ বছর, ১০ বছর ১২ বছর ও
১৫ বছর মেয়াদি)

ইসলামী পরীয়াহে মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড



এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অ ব বাং লা দে শ লি মি টে ড

পরিয়াহে চিত্তিক ইসলামী ব্যাংক



www.eximbankbd.com